দৈনিক বাংলা

তারিখ ...04 SEP 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২.....

60

তিন বোর্ডের পরীক্ষার ফল

গত শুক্রবার রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের পাসের হার ৬৭·২১ শতাংশ। যশোর বোর্ডে পাস করেছে শতকরা ৭৭·৭১ জন পরীক্ষার্থী। আর কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার ৬১·৫২ শতাংশ। কয়েক দিন আগে ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। তাতে পাসের হার ৭৮·৩৬। এটাই ঢাকা বোর্ডের এবং এ পর্যন্ত সকল বোর্ডের পাসের সর্বোচ্চ হার। ফলে তা একটি রেকর্ড। এবছর ফার্স্ট ও সেকেন্ড ডিভিশনে পাসের হারই বেশি; নগন্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের শিক্ষাঙ্গণে এ–ও একটি রেকর্ড।

অবশ্য গড় পাসের দিক থেকেও এ বছর একটি রেকর্ড হয়েছে। কেননা, গত বছর সবগুলো বোর্ডের গড় পাসের হার ছিল ৬০·২৯। আর এবার তা একলাফে ১১ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ৭১·২০–এ। পাসের হারের দিক থেকে গত বছর এবং এ বছর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যশোর বোর্ড। গত বছর পাসের হার ছিল ৬৩·৭৫। আর এ বছর ৭৭·৭১। অর্থাৎ এক লাফে ১৭ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর সেটাই ছিল সব বোর্ড মিলিয়ে রেকর্ড। তবে এবার ঢাকা বোর্ড সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে হঠাৎ করেই আমাদের দেশে পঠন–পাঠনের মান এতটা উন্নত হয়ে গেছে যে পাসের হার চমকপ্রদভাবে বেড়ে গেছে। মনে হয় এর মধ্যে পরীক্ষা পদ্ধতিরও বেশ কিছুটা অবদান আছে। ছেলেমেয়েরা বেশি সংখ্যায় পাস করুক, পরীক্ষায় ভাল ফল করুক, আমরা সবাই তা চাই। কিন্তু পরীক্ষা যে মেধা যাচাইয়ের নিক্তি। মেধার যথাযথ যাচাই না হলে নিছক পাসের সার্টিফিকেট কর্মজীবনে কাজে লাগে না।

চারটি বোর্ডের ফলাফল পর্যালোচনা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ফলাফলের মধ্যে কোন সমতা নেই। একটি বোর্ড থেকে, যেমন কুমিল্লা বোর্ড থেকে যেখানে ৬১·৫২ শতাংশ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে, সেখানে অন্য একটি বোর্ড যেমন ঢাকা বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৮·৩৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। এখানে পার্থক্য রয়েছে ১৭ শতাংশের। এই ধরনের পার্থক্য একদিকে যশোর ও ঢাকা এবং অন্যদিকে রাজশাহী বোর্ডের ফলাফলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

চারটি বোর্ডের পরীক্ষার ফলের মধ্যে এই ব্যাপক ব্যবধানের কারণ আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। বোর্ড চারটি হলেও সিলেবাস অভিন্ন। বই অভিন্ন। পঠন–পাঠনের ধরনের মধ্যেও তেমন তফাৎ নেই। হ্যাঁ, তফাৎ হয়ত আছে ভালো ও মন্দ বলে পরিচিত স্কুলের মধ্যে। কিন্তু এবার অখ্যাত অনেক স্কুলের পরীক্ষার্থীরাও ভালো রেজাল্ট করেছে। সুতরাং পঠন–পাঠনের গুণগত তারতম্যের জন্যই বোর্ডগুলোর রেজাল্টের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে—এ কথাও বলা যায় না।

আমরা একথা বলি না যে, সবগুলো বোর্ডেই সমানহারে পরীক্ষার্থী পাস করবে। কিন্তু ফলাফলের হার তো কাছাকাছি থাকার কথা। তা কেন থাকছে না? আবার একথাও মনে করার কারণ নেই যে একটি বা দুটি বোর্ডে মেধাবী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যগুলোর থেকে বেশী।

আমরা বারংবার বলেছি, দেশের প্রথম পাবলিক এগজামিনেশনের একটা অভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার। কলেজ থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু এসএসসি পর্যন্ত অভিন্ন সিলেবাস, অভিন্ন প্রশ্নপত্র এবং খাতা দেখার অভিন্ন মাপকাঠি অবলম্বন করা জরুরী।

আমাদের ধারণা, বোর্ডগুলোর পরীক্ষার্থীদের পাসের হারের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের আসল কারণ হল প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে সঠিকভাবে মেধা যাচাই করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতি এবং খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কোথাও বড় রকমের গলদ আছে। সেই গলদটা কি তা খুঁজে বের করতে হবে এবং দূর করতে হবে। অন্যথায় মেধা সঠিকভাবে যাচাই করা যাবে না। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি ভেবে দেখতে এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করব।

যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে আমরা তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।